এই পাঠে আপনি পড়বেন

জগতের ত্রাণকর্তা ।

যীশুর নাম ।

পরিত্রাণের স্বরূপ বা প্রকৃতি ।

ঈশ্বরের মেষ-শিশু ।

মেষ-শিশুর আত্মা বলিদান ।

মেষ-শিশুর প্রতি মনোভাব ।

জগতের ত্রাণকর্তা

"যারা হারিয়ে গেছে, তাদের খোঁজ ও পাপ থেকে উদ্ধার করতেই মনুষ্যপুত্র এসেছেন ।" এটাই হচ্ছে খ্রীষ্ট ধর্মের অর্থ । যীশু যে এই জগতে এসেছিলেন, তা ছিল হারান মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য ঈশ্বরের একটি পথ । মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা,–খ্রীষ্ট ধর্ম এই সত্যটি স্বীকার করে ।

খ্রীষ্ট ধর্মের সুখবর হল ঃ মানুষের পরিত্রাণ । তাই অন্যান্য ধর্ম থেকে তা আলাদা । অন্যান্য ধর্ম জীবনের সুউচ্চ আদর্শগুলি তুলে ধরতে চায় । তারা জোর দিয়ে বলে যে, এ ব্যাপারে মানুষ সর্বদা ব্যর্থ হয়েছে ও হবে । মানুষ কেন কষ্ট ভোগ করে, কিভাবে তার জীবন যাপন করা উচিৎ, পাপ করলে তাকে কি শাস্তি পেতে হবে, এই ধর্মগুলি মানুষকে তাই বলে দেয় । সেগুলি মানুষকে পাপের উপর বিজয়ী জীবন যাপনের শক্তি দেয় না ; কিন্তু খ্রীষ্ট সব জায়গার সব শ্রেণীর লোকদের জন্যই পরিত্রাণের বাণী বহন করে এনেছেন । আপনি হয়ত ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু সফল হতেও পারেন । আপনার জীবন হয়ত পাপের দ্বারা কলঙ্কিত, কিন্তু আপনাকে শুচি ও পবিত্র

করা যায়। ত্রাণকর্তা যিনি এই জগতে এসে পাপীর বদলে মরেছিলেন এবং পাপ, মৃত্যু, নরক এবং কবরের উপর জয় লাভ করে আবার উঠেছিলেন, তাঁর শক্তিতেই তা সম্ভব।

সুসমাচারের সুখবর হচ্ছে, যীশু সব মানুষকে পরিত্রাণ করতে এসেছেন। যখন যীশুর জন্ম হল, তখন এক স্বর্গদূত মেষপালকদের বলেছিলেন ঃ

লুক ২ ঃ ১০, ২১ " ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য। আজ দায়ূদের গ্রামে তোমাদের উদ্ধার কর্তা জন্মেছেন। তিনিই মশীহ, তিনিই প্রভু।"

যীশুর নাম ঃ

"যীশু"– এই নামের মানে সদাপ্রভু ত্রাণ করবেন, অথবা ত্রাণকর্তা। মরিয়ম যে শিশুর জন্ম দেবেন তাঁর কি নাম রাখা হবে, তা বলবার জন্য ঈশ্বর যোষেফের (যীশুর পালক-পিতা) কাছে এক স্বর্গদূত পাঠিয়েছিলেন। যীশু কে আর কেন তিনি জন্ম নিলেন, তাঁর এই নামটি সব সময় তা মনে করিয়ে দেবে। তিনি ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। স্বর্গদূত বলেছিলেন ঃ

মথি ১ ঃ ২১ "তাঁর একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

আপনি যখন যীশুর নাম উচ্চারণ করেন বা শোনেন, তখন এই নামের মধ্যে আপনার জন্য যে সুখবরটি রয়েছে তা স্মরণ করবেন ঃ যিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন সেই নিত্যজীবী ঈশ্বর আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য এই জগতে এসেছিলেন। আমরা যখন যীশুর নামে পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তখন আমরা আসলে এই প্রতিশ্রুতিটিই দাবী করি। প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্যে যীশুর নাম উচ্চারণ করুন। ত্রাণকর্তা যীশুর সম্বন্ধে গান করুন। অন্যদের কাছে তাঁর কথা বলুন। তিনি একমাত্র ত্রাণকর্তা–আমাদের উদ্ধার করবার জন্যই যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন। যীশুর

নামের শক্তিতেই পিতর ও যোহন খোঁড়া লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন । পিতর ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ

প্রেরিত ৩ ঃ ১৬, ৪ ঃ ১২ "এই লোকটিকে আপনারা দেখছেন এবং যাকে আপনারা চেনেন, যীশুর উপর বিশ্বাসের ফলে যীশুই তাকে শক্তি দান করেছেন । যীশুর মধ্য দিয়ে যে বিশ্বাস আসে, সেই বিশ্বাসই আপনাদের সকলের সামনে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ করে তুলেছে । পাপ থেকে উদ্ধার আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা জগতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি ।"

পরিত্রাণের স্বরূপ বা প্রকৃতি ঃ

বাইবেলে **পরিত্রাণ** কথাটির অর্থ খুব মহান এবং ব্যাপক । ত্রাণ করা মানে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, বন্দি জীবন অথবা শাস্তির হাত থেকে মুক্ত করা নিরাপদে রাখা এবং সুস্থ করা । আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু শয়তানের অধীনতা থেকে আমাদের উদ্ধার করেন, পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন, আমাদের পাপ ও অপরাধ বহন করেন ও আমাদের বদলে দণ্ডভোগ করে আমাদের এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন, এবং সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন দেন ।

আমাদের পথ হারান অবস্থা এবং ঈশ্বরের কাছ্ থেকে দুরে যাওয়া জীবনের অভিশাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্যই যীশু এসেছিলেন । পাপ আমাদের সবাইকে ঈশ্বরের কাছ্ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে । আমরা আমাদের পথ হারিয়ে ফেলেছি । আমরা এক উদ্দেশ্যহীন, নষ্ট জীবনের চারিদিকে ঘুরে মরছি । ঈশ্বরের কাছ্ থেকে দূরে যে আমরা, অনন্ত মৃত্যু আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে । কিন্তু যীশু এসেছেন আমাদের উদ্ধার করতে এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিতে । তিনি আমাদের ঠিক পথে নিয়ে আসেন, তাঁর আলো আমাদের দেন, আমাদের জীবনে উদ্দেশ্য ও অর্থ নিয়ে আসেন । যীশু আমাদের ভয় দূর করে আনন্দ ও শান্তি দেন, এবং ধ্বংসের কবল থেকে সরিয়ে অনন্তধামে আমাদের নিয়ে আসেন । যীশু বলেছেন ঃ

লূক ১৯ ঃ ১০ ; "যারা হারিয়ে গেছে, তাদের খোঁজ ও পাপ থেকে উদ্ধার করতেই মনুষ্যপুত্র এসেছেন ।"

পাপের অপরাধ ও এর শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্য যীশু এসেছিলেন। আমরা সবাই ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছি। এর শাস্তি হল, ঈশ্বরের কাছ থেকে চিরকাল দূরে থাকা। কিন্তু যীশুই আমাদের সমস্ত পাপের ভার নিলেন এবং আমাদের বদলে মরলেন যেন, আমরা পাপের ক্ষমা পেতে পারি।

রোমীয় ৬ ঃ ২৩ পাপ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর যা দান করেন তা প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন।

পাপ ও শয়তানের অধীনতা থেকে উদ্ধার করবার জন্য যীশু এসেছিলেন। তিনি আমাদের পাপ করার ইচ্ছা থেকে বিদ্রোহী ও স্বার্থপর স্বভাব থেকে মুক্ত করেন এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে এক নুতন স্বভাব দান করেন। তিনি প্রলোভনের ক্ষমতা নষ্ট করে দেন এবং যে সব বাসনা ও অভ্যাস দেহকে ধ্বংস করে ও আত্মার ক্ষতি সাধন করে, সেগুলি থেকে আমাদের মুক্ত করেন। যীশুর মধ্যে আমরা শয়তানের আক্রমনের হাত থেকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাই। এখনও আমাদের যুদ্ধ করতে হয়, কিন্তু যীশুই আমাদের বিজয়ী করেন।

রোমীয় ৬ ঃ ২২ কিন্তু এখন তোমরা পাপের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ঈশ্বরের দাস হয়েছ।

২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১৭ যদি কেউ খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নূতন ভাবে সৃষ্ট হল। তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নূতন হয়ে উঠেছে।

যীশু আমাদের পাপের কুফল থেকে, এমন কি এর অস্তিত্ব থেকেও উদ্ধার করবার জন্য এসেছেন। তিনি আমাদের দেহ ও আত্মাকে সুস্থ করেন। একদিন তিনি আমাদের এমন নূতন এক দেহ দেবেন যা রোগ-ব্যধিও ছুঁতে পারবে না। যাদের তিনি পাপের হাত থেকে উদ্ধার করেন, তাদের জন্য তিনি স্বর্গে বাড়ী নির্মাণ করেছেন। আমরা যখন মরব, অথবা যখন যীশু আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন তিনি আমাদের সেই স্বর্গের বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। একদিন যীশু এই পৃথিবীর উপর শাসন করবেন এবং পৃথিবীকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করবেন। এমন কি প্রকৃতি জগতকেও

হানাহানি ও ধ্বংস থেকে মুক্ত করা হবে । তখন সব কিছুই হবে নিখুঁত । এই পরিত্রাণ কতই-না মহান !

প্রকাশিত বাক্য ২১ : ৩, ৪ " তিনি (ঈশ্বর) নিজেই মানুষের সংগে থাকবেন এবং তাদের ঈশ্বর হবেন । তিনি তাদের চোখের জল মুছে দেবেন । মৃত্যু আর হবে না, দুঃখ, কান্না, ব্যাথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে ।"

ঈশ্বরের মেষ-শিশু

ঈশ্বরের **মেষ-শিশু** নামটি বিশেষ করে জগতের ত্রাণকর্তা হিসাবে যীশুর কাজের প্রতিই ইংগিত করে ।

মেষ-শিশুর আত্ম-বলিদান :

যীশু যখন প্রকাশ্যে তাঁর কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন, তখন বাপ্তাইজকারী যোহন এক বিরাট জনতার কাছে তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন :

যোহন ১ : ২৯ "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন ।"

যোহনের কথা যারা শুনেছে তারা তার কথার একটি মাত্র অর্থই করতে পারত । তখন পাপের বলিরূপে মেষ-শাবক বধ করা হত । পাপীরা ঈশ্বরের কাছে তাদের পাপ স্বীকার করত এবং ঈশ্বরকে অনুরোধ করত যেন, তিনি তাদের বদলে এই মেষ-শাবকের মৃত্যু গ্রাহ্য করেন । যীশু ছিলেন সেই বলি, সব পাপীদের বদলে মৃত্যু-বরণ করবার জন্যই ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মেষ-শিশু যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন ।

ঈশ্বর কিভাবে মশীহকে আমাদের পাপের বলি স্বরূপ করবেন, মহান যিশাইয় ভাববাদী সে বিষয়ে লিখে গিয়েছেন : তাঁর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে তাঁকে একজন সাধারণ অপরাধীর মত হত্যা করা হবে । তিনি আমাদের সমস্ত পাপের অপরাধ নিজে বহন করবেন । আমরা যেন পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি, সে জন্য আমাদের বদলে আমাদের জায়গায় তিনি মৃত্যু ভোগ করবেন । পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন, তাঁর আত্ম-

বলিদানের ফল দেখবেন ও তা দেখে সুখী হবেন । যিশাইয় ভাববাদী যেমন বলেছিলেন, যীশুর প্রতি ঠিক সেই ভাবেই এগুলি ঘটেছিল ।

যিশাইয় ৫৩ : ৩-১২ তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন । লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদান করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই ।

সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন ; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত ।

কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল ।

আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি ; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন ।

তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না ; মেষ-শাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরূপ তিনি মুখ খুলিলেন না ।

তিনি উপদ্রব ও বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন ; তৎকালীয়দের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন ? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল ।

আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরূপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন, যদিও তিনি দৌরাত্ম করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না ।

তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল ; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন, তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন

তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ু হইবেন, এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে।

তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন ; আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন।

এই জন্য আমি মহানদিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন, কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন, তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন ; আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

যীশু কিভাবে আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন, চারটি সুসমাচারেই তার বিবরণ লেখা আছে। ধর্মীয় নেতারা তাঁকে মশীহ বলে স্বীকার করতে চায়নি। তারা তাঁর প্রতি হিংসায় ভরে উঠেছিল এবং তাঁকে বধ করবার সংকল্প নিয়েছিল। তারা দেশের শাসনকর্তার কাছে তাঁর নামে অভিযোগ করল এবং বিচারের সময় তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য মিথ্যা সাক্ষীও জোগাড় করল। রোমীয় শাসনকর্তা পীলাত বুঝেছিলেন যে, যীশু নির্দোষ। কিন্তু ধর্মীয় নেতা ও তাদের দ্বারা উত্তেজিত জনতার দাবীর কাছে তাকে হার মানতে হয়েছিল।

যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল–তাঁর হাত-পা পেরেক দিয়ে কাঠের তৈরী ক্রুশের উপর বিদ্ধ করা হয়েছিল। এটা ছিল সবচেয়ে বেশী অপরাধীদের শাস্তি। কালভেরী পাহাড়ে দুজন দস্যুর মাঝে তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গান হয়েছিল। সেখানে ঈশ্বরের মেষ-শিশু আমাদেরই পাপের বলিরূপে মরলেন।

মেষ-শিশুর প্রতি মনোভাব ঃ

কালভেরী পাহাড়ে যীশুর প্রতি লোকদের মনোভাবের মধ্যে আমরা সমগ্র জগতেরই ছবি দেখতে পাই। অনেকে যীশুকে ঘৃণার চোখে দেখেছে, এবং তাঁকে ও র্তার দাবীগুলি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করেছে। অনেকে তাঁর প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছে, তিনি যখন মারা যাচ্ছেন, তারা তখন তাঁর

পোশাকগুলি বাট করবার কাজে ব্যস্ত। অনেকের মধ্যে আবার নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আরও কেউ কেউ যীশুর প্রতি বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা দেখিয়েছিল।

পাহাড়টিতে তিনটা ক্রুশ পোঁতা হয়েছিল। সেদিন তিনজন লোক কালভেরীতে মারা গিয়েছিলেন। তাঁদের মনোভাব আলোচনা করলে আমরা হয়ত আমাদের নিজ নিজ মনোভাব বুঝতে পারব।

লূক ২৩ : ৩৩, ৩৪ ও ৩৯-৪৩ সেখানে পৌঁছে তারা যীশুকে ও সেই দু'জন দোষীকে ক্রুশে দিল ; এক জনকে যীশুর ডান দিকে ও অন্য জনকে বাঁ-দিকে। তখন যীশু বললেন, "পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা জানেনা।"

যে দু'জন দোষী লোককে সেখানে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন যীশুকে টিট্‌কারি দিয়ে বললো, "তুমি নাকি মশীহ ? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর।" তখন অন্য লোকটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, "তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় করনা ? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি, আমাদের যা পাওনা, আমরা তা-ই পাচ্ছি। কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করেনি।" তার পরে সে বললো, "যীশু, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন, তখন আমার কথা মনে করবেন।" উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগ পরম-দেশে উপস্থিত হবে।"

তিনটি ক্রুশ আমাদের তিনটি বিষয় বলে (১) বিদ্রোহ, (২) মুক্তি, (৩) অনুতাপ। একটির উপর একজন পাপী তার পাপে মারা যাচ্ছিল। দ্বিতীয়টির উপর ঈশ্বরের মেষ-শিশু মানুষের পাপের জন্য মরছিলেন। তৃতীয়টির উপর একজন পাপী তার পাপ সম্বন্ধে মরছিল।

বিদ্রোহ। বিদ্রোহের ক্রুশটিতে একজন লোক তার পাপে মারা যাচ্ছে। সে অন্যায় কাজ করে জীবন কাটিয়েছে। জীবন তাকে এক তিক্ত ও কঠোর মানুষে পরিণত করেছে। এখন সে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে—এটা তার চূড়ান্ত পরাজয়। তার ডান পাশে ছিল সাহায্য, সে যদি শুধু বিশ্বাস করত, তাহলেই সে তা পেত। সে ঈশ্বরের সামনেই ছিল, কিন্তু তার অন্তরের

বিদ্রোহ তাকে আত্মিক বিষয় সম্বন্ধে অন্ধ করে ফেলেছিল । ত্রাণকর্তার এত কাছে থেকেও সে ঘৃণা, বিরক্তি ও নিরাশায় পূর্ণ আত্মার দুঃসহ যন্ত্রনার মধ্যে মারা গেল ।

মুক্তি । মাঝের ক্রুশটিতে যীশু আমাদের মুক্ত করবার জন্য, আমাদেরই পাপের জন্য মরলেন । শয়তান আমাদের সবাইকেই ঠকিয়েছিল, আমাদের হরণ করে নিয়ে তার চাকর বা দাস বানিয়েছিল । আমাদের মুক্তির মূল্যরূপে ঈশ্বরপুত্র মৃত্যু বরণ করলেন । তিনি শয়তানের অধীনতা থেকে আমাদের মুক্ত করলেন । আমাদের বদলে মৃত্যু বরণ করে আমাদের আবারও তাঁর নিজের জন্য কিনে নিলেন ।

১ পিতর ১ ঃ ১৯ তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেষ-শিশু যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য রক্ত দিয়ে ।

অনুতাপ । তৃতীয় ক্রুশটিতে একজন পাপী তার পাপ সম্বন্ধে মরেছিল ।

যীশুর উপরে বিশ্বাস করবার দ্বারা সে তার পাপ থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়েছিল । এই লোকটি তার নিজের এবং সত্যের মুখোমুখি হয়েছিল । সে তার অন্যায় স্বীকার করেছিল । সে যীশুকে ত্রাণকর্তা ; মশীহ বলে স্বীকার করেছিল ।

যীশু মারা যাচ্ছিলেন, কিন্তু অনুতপ্ত দস্যুটি বিশ্বাস করেছিল যে, একদিন তিনি এই জগতের উপর রাজত্ব করবেন । তার সে ত্রাণকর্তাকে বিনতি করল যে, যখন তিনি রাজারূপে আসবেন, তখন যেন তার কথা মনে রাখেন (বা তার উপর দয়া করেন) । কি অসাধারণ বিশ্বাস তার ! যীশু তাঁর মৃত্যুর আগে যে কাজগুলি করেছিলেন, মৃত্যু পথ যাত্রী অনুতপ্ত দস্যুটির পাপ ক্ষমা করে তাকে অনন্ত জীবন দেওয়া ছিল তাদের একটি ।

প্রতিটি ব্যক্তি ত্রাণকর্তার প্রতি কিরূপ সাড়া দেয়, তার দ্বারাই সে তার পরকাল স্থির করে নেয় । দু'জন দস্যুরই পরিত্রাণ লাভের সমান সুযোগ ছিল । একজন বিদ্রোহ ও ঘৃণার মনোভাব আঁকড়ে থাকল, আর একমাত্র যে ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করতে পারতেন, সেই যীশুকেই টিট্‌কারী দিল । অন্যজন

অনুতাপ করল, সে যীশুর করুণা ভিক্ষা চাইল। একজন নরকে অনন্ত যন্ত্রনা ভোগ করতে গেল। অন্যজন স্বর্গে অনন্ত সুখের আশ্রয়ে গেল।

এই লোক দু'জন আমাদেরই ছবি। একজন বিদ্রোহ করল, হারিয়ে গেল। অন্যজন অনুতাপ করল, যীশুর কাছে তার প্রয়োজনের কথা বললো, এবং উদ্ধার পেল। আপনি এদের কার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন ? যীশুর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনাকে অনন্ত জীবন, পাপের ক্ষমা, শান্তি এবং সব রকম সাহায্য দিবেন। তিনি এখন আপনার খুব কাছেই আছে।

ইফিষীয় ১ : ৬, ৭ তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে যে মহিমাপূর্ণ দয়া আমাদের করেছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন। ঈশ্বরের অশেষ দয়া অনুসারে খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে তাঁর রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি; অর্থাৎ পাপের ক্ষমা পেয়েছি।

১ পিতর ২ : ২৪, ২৫ তিনি ক্রুশের উপরে নিজের দেহে আমাদের পাপের বোঝা বইলেন, যেন আমরা পাপের দাবী-দাওয়ার কাছে মরে ঈশ্বরের ইচ্ছা মত চলবার জন্যে বেঁচে থাকি। তাঁর দেহের ক্ষত তোমাদের সুস্থ করেছে। ভুল পথে যাওয়া ভেড়ার মত তোমরাও ভুল পথে যাচ্ছিলে, কিন্তু যে রাখাল তোমাদের আত্মার দেখা শোনা করেন তোমরা তাঁর কাছে ফিরে এসেছ।